Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 298 – 303
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

নারী সাহিত্যিক বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস : গ্রাম বাংলা ও নাগরিক জীবনদৃষ্টিতে

পৃথা ঘোষ
Email ID : Prithag195@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Contemporary, Critic, Mythology, Adolesence, Plight of Widows, Middle Class, Feminst Writing.

Abstract

'Bani Basu' is the most versatile contemporary Bengali author, essayist, critic, poet, translator and of subjects ranging from history and mythology, to society, psychology, adolesence, music, gender' and others. she has won a number of literary awards, including the SAHITYA AKADEMI. She experiments with story telling techniques, her strong sense of history and sociology and her excellent crafting are best displayed in her novel 'Maitreya Jataka' Swet Patherer Thala offers a strong commentary on the plight of widows in india. some of her fictions have been made into films and tv serials. she was awarded the 'Tarasankar Award' for Antarghat novel.she is also the recipient of the 'Sushila Devi Birla' award and the Sahitya Setu Puruskar. 'Suchitra Bhattacharya' one of the prominent bengali women writer, she has created a sensation with her engrossing power of story telling, focusing on the familliar world of middle class calcutta.her fictions draws on conflicts in family relationship, and changing values.Her widely appreciated novels include 'Kacher Manush', a sexually liberated female, she deals with men in her life who are emotionally dependent on her.she spoke at length about the genesis of feminist writing in Bengal. she has a large following and is considered a popular writer, yet she maintains high literary standards. Her novels are 'Mayna Tadanta', 'Nil Ghurni', 'Aina Mohol', 'Ardhek Akas'.

Discussion

সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য এর স্থান প্রথম সারিতেই, দশকের পর দশক ধরে তারা এঁকে চলেছেন বাঙালী জীবনের অকৃত্রিম চালচিত্র। বিশ শতকের আটের দশক থেকে বাংলা সাহিত্য চর্চার নিয়মিত সাধক তাঁরা, পরিচিত সমাজ ও ব্যাক্তি জীবনের সমস্যা-সংকট, অবদমন–উত্তরণ সংঘাত সম্মিলনে গড়ে উঠেছে তাঁদের সাহিত্যপরিসর। এরই মাঝে বিচিত্র সুর বেজে উঠেছে তাঁদের কথাসাহিত্যে। বাণী বসুর গল্প-উপন্যাসে এসেছে পুরাণ, মিথ। মহাকাব্য লিখেছেন 'মৈত্রেয় জাতক', 'খনামিহিরের ঢিপি', 'কৃষ্ণ বা ক্ষত্তা', এছাড়া

'রেনুকা', 'কপিল', 'তুলসী পুরান', এর মত গল্প। অন্যদিকে 'রচনা' পত্রিকায় শারদ সংখ্যায় বেলঘরিয়া শ্রমিক বস্তি নিয়ে 'সূর্যাস্তের ময়ুর' উপন্যাস লিখলেও 'কাঁচের দেওয়াল' এর জনপ্রিয়তায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যকে নগর জীবনের কথাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়।

কলকাতা কেন্দ্রিক জীবন যাপনের সুত্রে শহর জীবন প্রাধান্য পেলেও তাঁদের উপন্যাসে গ্রাম এসেছে বিক্ষিপ্ত ভাবে সম্পূর্ণ গ্রামের পটভূমিতে আখ্যান লেখেননি সেভাবে, বর্তমানে গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রা তারতম্য কমেছে অনেক্ষানি। বিভিন্ন জেলা শহরগুলি সেজে উঠেছে নাগরিক সাজে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি রাস্তাঘাট যানবাহন ইন্টারনেট, ফোন, বিনোদনের নানা মাধ্যম মেট্রোপলিস মনকে ঘিরে রেখেছে। গ্রামেও নাগরিক জীবনের অনুকরণ স্পষ্ট, আলচ্য দুই নারী সাহিত্যিক এর উপন্যাসে গ্রাম এলেও মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে যে প্রান্তিক স্বর ধ্বনিত হয় এখানে তা অনুপস্থিত অধিক ক্ষেত্রে শহরের এক বা একাধিক মানুষ গেছে গ্রামে তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে গ্রামজীবনের সারল্য, সংকট ও উত্তরন।

বাণী বসুর প্রথম পর্বর বলিষ্ঠ উপন্যাস 'উত্তরসাধক'। উচ্চশিক্ষায় ব্রতী কিছু উজ্জ্বল ছেলেমেয়ের এই কাহিনীর কেন্দ্রভূমিতে আছেন অধ্যাপক মেধা ভাটনগর। তাদের পরিচালিত 'ছাত্রসংঘ' নামের অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূল উপদেষ্টাও তিনি। অবাঙালি বাবা-বাঙালি মায়ের সন্তান, দেশ ও বিদেশ ঘুরে শিক্ষাগ্রহণ, উত্তাল সত্তরের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং এক আশ্চর্য বিবাহের পর সারাজীবন কুমারী জীবনযাপনের মধ্যে তার স্বপ্ন গড়ে ওঠে গ্রামকে নিয়ে। সেই স্বপ্ন সঞ্চারণ করেন পরবর্তী প্রজন্মকে, যা সমৃদ্ধ করে মৈথিলী, দেবপ্রিয়, উজান, প্রমিত, গুঞ্জন বা লক্ষীশ্রীকে। এই ভাবনা নিয়েই ষাট সত্তরের উত্তাল রাজনীতির মাঝে ডি.এস.পি. থাকা পৃথীন্দ্রনাথ দায়পুরে গড়ে তুলেছিলেন 'বনশ্রী', এই সাধনার উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে চেয়েছেন দেবপ্রিয়কে।

নাগরিক মননের ভিতর দিয়েই গ্রাম উপস্থাপিত। এর যুক্তিও স্পষ্ট, কারণ গ্রামের যে সমস্যা ও সংকটগুলিতে আলোকপাত করতে চেয়েছেন সেগুলি চিরকালের বঞ্চিত গ্রামবাসীর চোখে পড়ে না পুকুরের জলেই চলে স্নান, কাপড় কাঁচা, পানীয় জল সংগ্রহ। আন্ত্রিকের মড়কও তাদের সচেতন করে না। আর নারীশিক্ষা সম্পর্কে ধারণা –

> ''কি হবে গো দিদি! মেয়ে তো তোমার মতো প্যান্ট পড়ে শহরে বাজারে ঘুরবে না! ষোলো পার হলেই বিয়ে দিয়ে দুব। নাউয়ের শাক রাঁধবার জন্যে কি গোবরছড়া দেবার জন্যে নেকাপরা না শিখলেও চলবে।''[১]

অসম্পূর্ণ চেতনা, সংকীর্ণ মানসিকতার স্বরূপ বুঝতে পেরেই মেধার 'আদর্শ গ্রাম' গড়ে তোলার প্রকল্প। এই স্বপ্ন হয়ত ঔপন্যাসিকেরও। সেই স্বপ্নপূরণের মাধ্যম হিসেবে দেখতে চেয়েছেন যুবসমাজকে এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে ছেয়েছেন। বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলেই লিখতে পারেন -

> "সরকারের কাজ করার প্রশাসনিক বন্দোবস্ত তো রয়েছেই, পঞ্চায়েত জেলা বোর্ড পর্যন্ত ত্রিস্তর বিন্যাস। তা সত্ত্বেও তো কিছু হয়নি। সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে তো কে কি করবে? সরকার গ্রামসেবকের ব্যাবস্থা করে, টাকাকড়ি দিয়ে খালাস। এখন সেই অনুদানের টাকাকড়ি, ঋণের অধিকার সবই যদি পঞ্চায়েত তার ইচ্ছামতো ব্যবহার করে, গরীব মূর্খ গ্রামবাসী কি করতে পারে!"[২]
>
> "এই অবস্থার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুন্দরবন সংলগ্ন কেওরাখালিকে নতুন করে সাজিয়েছিল, সাহায্য পেয়েছিল স্থানীয় লোকজনদের। শিক্ষা–সংস্কৃতি–অর্থনীতি, সবকিছুতেই ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছিল। গ্রাম আর নগরকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নগর সভ্যতার আগ্রাসন রক্তবীজের মতো গ্রাস করতে চাই সবকিছুকে। চায়ের দোকানের ছদ্মবেশে গড়ে ওঠা ভিডিও হল বন্ধ করতে উদ্যত হলে মেধার পরিণতি হয় করুণ। তিনি এক প্রকাণ্ড শিশু গাছের তলায় পড়ে আছেন যেন কেওড়াখালির এই বনস্থলীকে প্রণাম করছেন কিংবা চুমু খাচ্ছেন... নারী যেন এ সময়ের এক নিরপরাধ দুর্যোধন, অন্যায় যুদ্ধে যার উরু ভঙ্গ করছে ওরা ... দলা দলা রক্ত। রক্তে ভাসছে চারদিক।''[৩]

তবু সেই প্রান্তিক গ্রামগুলির সম্মিলিত প্রতিবাদ থামে না 'পরবর্তী শতাব্দীর দিকে অনির্বাণ মশাল হাতে দৌড়োয়'[৪] দক্ষিণ কলকাতার বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের মানুষজনদের নিয়ে কৌতুকময় কাহিনীর অবতারণা করেছেন বাণী বসু, 'যে যেখান

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 298-303
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যায়' উপন্যাসে। এক ঝাঁক – কিশোর-কিশোরীর আশা-স্বপ্ন আর জীবনভাবনার পাশে তাদের পারিবারিক জীবনও উঠে এসেছে। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক এই জীবন থেকে হঠাৎই বেরিয়ে গেছে দুই ভাই-বোন, ঋজুরুস্তম আর মধুবন। বাড়ির কিশোরী পরিচারিকা পরির সঙ্গে গেছে তার গ্রাম মুরকিশোলায়। প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে নয়, ক্যানবেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের গবেষক হিসেবে রুস্তম নির্বাচন করেছে এই কাজ। তাই পরির 'গেরাম' তার কাছে স্বপ্নস্থান। সেই গ্রাম তাকে সহজভাবে নেয়নি। দীর্ঘদিনের বঞ্চনায় গ্রাম ভুলে গেছে তার সহজিয়া ধারণা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নগরের উপকণ্ঠের গ্রামগুলি আলোকিত হলেও অন্ধকারে থেকে গেছে বাংলার প্রান্তিক গ্রামগুলি-

> "অনেক দূরে টিমটিম করে কিছু চলন্ত আলো। শুধু আলোই জোনাকির মতো। সে আলোয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে কি আছে, কারা আলোকধারী ... বেশ কিছুক্ষণ পর গোটা কঙ্কালসার লোক অন্ধকারের মধ্যে আরও এক পোঁচ অন্ধকারের কাঠি হয়ে এগিয়ে এলো।"[৫]

গ্রামের চিরন্তন মাধুর্য, আন্তরিক আতিথেয়তা সেখানে বিলুপ্ত। রুস্তম আর মধুবনকে পরি 'দাদা-দিদি' বললে, গ্রামের লোক তাতেও বিরক্ত হয়। পরির পরিবারের জন্য নিয়ে আসা জিনিস পত্রে নির্লজ্জের মত হাত বাড়ায় তারা। এ তাদের লোভ নয়, অভাবের বহিঃপ্রকাশ –

> "কোমরে হাত দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে ওরা বলতে লাগল – হ্যাঁ সব একজনে নেবে না? আমরা আর মানুষ না। আমাদের সব ন্যাংটো পোঁদে থাকলেই চলবে। বাঁদর কি না।"[৬]

শহরের মানুষ দুটোর জন্যেও যে পরির পরিবার দুপুরে 'ফ্যানাভাত, কলমি শাক সেদ্ধ, তেঁতুলের টক' আর রাতে মুড়ি, রাঙালু সেদ্ধর সঙ্গে গাঁটি কচু পোড়ার ব্যাবস্থা করেছে তাও তো ওই জিনিসপত্র প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতায়। এর মাঝে ভয়ঙ্কর বন্যা এলে গ্রাম আরও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কুসংস্কারে ডুবে থাকা গ্রামের ভয়াবহ রূপ বেরোয়। মধুবনকে ডাইনি তকমা দিয়ে 'নিকেশ' করতে চায়। আদের ত্রাণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে রুস্তম দেখে বরাদ্দ আছে পচা চাল, ময়দা মেশানো গুড়ো দুধ, গন্ধ চিঁরে, সবই ওজনে কম। ডি এম কে বলে-

> "আপনার ঠিকেদারের ভিতর দিয়েই গোটা ভারতের ঠিকেদারকেও চেনা হয়ে গেল।"[৭]

তেঁতুলতলা, মুরকিশোলা, আমড়াতলি ত্রাণ পেয়েছে। রুস্তম আর মধুবন ফিরেছে শহরে। পরির সঙ্গে তার বোন তুলসী ছাড়াও এসেছে গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, শোভারা। তাদের পড়াশোনা শেখাতে ভাই-বোন উদ্যোগী হলেও নারীকল্যাণ সমিতির সদস্যা মা মীনাক্ষী মেয়েগুলিকে পরিচারিকার কাজেই পাঠিয়ে দেয় পরিচিত বাড়িগুলিতে। আসলে নগর ও গ্রামজীবনকে পাশাপাশি রেখে ৫০ বছর পার করা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার চরম বৈপরীত্য দেখালেন লেখিকা।

'রাধানগর' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র মন্দার আবার গ্রাম থেকে শহরে গেছে, খুঁজে ফিরেছে নিজের অস্তিত্বকে। উপন্যাসের সূচনা ঘটেছে গ্রাম থেকেই। মায়ের কাছ থেকে পরিত্যক্ত, বাবার কাছে অবহেলিত মন্দার গ্রামকে সেভাবে আপন করে নেয়নি। সেখানকার কিছু সংস্কার তাকে গভীরভাবে পীড়া দিয়েছিল। অথচ সেই গ্রামীণ-সংস্কারই শহর থেকে আগত শিক্ষকের চোখে ধরা পড়ে অন্যভাবে –

> "কত লোক আসছে ভক্তি নিয়ে, শ্রদ্ধা নিয়ে, কত উৎসব। গ্রামাঞ্চলে একটা এ ধরনের উৎসবের কিন্তু ভীষণ মূল্য। দেখো শহরে কতরকম আমোদ প্রমোদের ব্যাবস্থা রয়েছে, ইচ্ছা হলেই সিনেমা,পয়সা খরচ করলেই ভাল গান শুনতে পাবে এগজিবিসনে যেতে আধিকাংশ সময় টাকা লাগে নামমাত্র। কিন্তু এসব জায়গায়? তোমাদের রায়েদের এ বাবদ প্রচুর ধন্যবাদ প্রাপ্য।"[৮]

মন্দার তার তিন পুরুষ আগে যে মন্দির দেবত্রের কথা বলেছিল তা থেকে অনুমান করা যায় উপন্যাসের কাল বিশ শতকের ছয় বা সাতের দশক। কলকাতায় মেয়েরা যখন সানন্দে রাস্তায় কাজে-কর্মে বেরচ্ছে, নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব বেশ সাবলীল। সেই পটভূমিতে গ্রামে দাঁড়িয়ে বাবার 'ম্যাম' বিয়ে করা এবং তার সন্তান হবার কারণে বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান হবার অপরাধে অবহেলিত। বিকেলে খেলতে গিয়ে ঝোপে ঘুমিয়ে পড়লেও কেউ খোঁজ নেয় না। তবে এ থেকে গ্রামের মানুষের সার্বিক চরিত্র ধরা পড়ে না। বরং বৈষ্ণব গোষ্ঠীর আচার–সংস্কারের যে ধারাবাহিক রূপ গ্রামজীবনে চলে আসছিল তা দেখা যায়। তবে পরীক্ষায় পাশ করার পর মন্দার শহরে জেতে চাইলে সম্পূর্ণ ইতিবাচক সাহায্য পায় বাড়ি

থেকে – হাতে ঘড়ি, মোটা অঙ্কের মাসোহারা, আশীর্বাদ হিসাবে সোনার হার সব পেয়েছে। নাগরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়েই জ্যাঠামশাই বলেছেন-

> "রাধামাধবের সন্তান তুমি। খুব ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করো। ভালও আবার কৃতিও ... সায়েন্স পড়বে ঠিক করেছ। তেমন বুঝেছ নিশ্চয় পড়বে। কিন্তু এস্টেটের তোমার কাছে আর্জি সময় মতো আইনটা পড়ে নিও। আইনটা পড়া থাকলে আমারা তোমার কাছে থেকে অনেক সাহায্য পাব।"[৯]

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'কাছের মানুষ' শুধু আয়তনের দিক থেকেই বৃহৎ নয়, গভীর আলোড়ন তুলেছিল পাঠকমনেও। জীবনের নানা জটিল রহস্যের গ্রন্থিগুলিকে ঔপন্যাসিক উন্মোচন করেছেন এখানে শুভাশিসের দেশের বাড়ির সূত্রেই এই নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসে গ্রামও বেশ কিছুটা যায়গা নিয়েছে। 'পাষাণকায়া'র মাঝে মাধবপুর যেন 'মাটির পৃথিবী'। শুভাশিস এর বাবা শিবশঙ্কর মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী মনরমা কে নিয়ে সেখানে আছেন। গ্রামের মানুষও হাতের কাছে এরকম ডাক্তার পেয়ে খুশি কারন সামান্য কারনে আর রামনগর ছুটতে হয় না। সেই গ্রামেও আধুনিক নিয়মে ডাক্তারি করেন শিবশঙ্কর বিদেশী জার্নাল রাখেন। কিন্তু গ্রামীণ রাজনীতি সেই অবিচল সাধনায় স্থির থাকতে দেয় না। ছেলের নার্সিং হোম ব্যবসার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চললেও গ্রামের নতুন ডাক্তার তমাল সেই পথই ধরে এরই সঙ্গে সোমেন আর দেবনাথের মধ্য দিয়ে আগ্রাসী রাজনীতি যেন প্রকট হয়েওঠে। তাঁর পালিত পুত্র তুফান বলে ওঠে –

> "ইলেকশনে তুমি কোনও পার্টির কোনও কাজে লাগলে না।সবাই তোমার এমনিতেই চটে আছে।আগেরবার সুবিধে হয়নি, এবার কোনও না কোনও ছুতোয় একটা বড় ঝামেলা পাকাবে। কেউ না কেউ। তমাল বাগচি হল কাঁটা তোলার কাঁটা।"[১০]

গ্রামের নির্জন প্রকৃতি শিবশঙ্করের মনে মুগ্ধতা আনে না, জাগায় হত্যার স্মৃতি। কৃষি উন্নয়নের জন্য বীজধানের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সংঘর্ষ অব্যাহত – গ্রামের অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে ঠিক, তবুও কোথাও যেন আগের সাথে মিল ঘচেনি। পঞ্চায়েতের কেষ্টবিষ্টুরা যেন এখন অপ্রত্যক্ষ জোতদারের ভুমিকায় প্রতিবাদহীন আনুগত্য চায়। আমার বাক্সে যদি বাধা থাকো, ত আছ। না হলে তুমি কোথাও নেই, সার চাইতে গেলে হয়রানি, বীজ চাইতে গেলে হয়রানি, কর্জ চাইতে গেলে হয়রানি।[১১]

গ্রামে চাকরি করতে আসা ডাক্তার চলে যেতে চায় শহরে, রাজনৈতিক আধিপত্যের কারনে হেলথ সেন্টার এর নার্স মায়া সারকারি চাকরি ছেড়ে শুভাশিস এর নার্সিং হম। কারণ রাজনীতি ছায়ায় থাকা ছেলেরা রাস্তাঘাটে তো বটেই, মাঝরাতে তাঁর কোয়াটারে গিয়েও মাতলামি করে। একা মা কে নিয়ে নিরাপত্তা হীনতাই সে ভোগে, গ্রামেও বেঁধে থাকার ইচ্ছে হারিয়ে গেছে বিপদে তার পাশে দাড়াতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পরে শিবশঙ্কর।

সমকালীন বাংলার এক উত্তপ্ত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় অবলম্বনে রচিত সুচিত্রা ভট্টাচার্য এর "আঁধার বেলা"উপন্যাস। কৃষি বনাম শিল্প পশ্চিমবঙ্গের এক বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর তুলে ধরেছেন এখানে। পরশমণি-চড়ক তলা –জামতলা - রুদ্রপুর সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এক জাপানী সংস্থা গাড়ি তৈরির মেগা প্রজেক্ট এর পরিকল্পনা করে; উর্বর জমিতে শিল্প স্থাপনের তীব্র বাঁধা দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। এর সুত্র ধরে এসেছে শাসক ও বিরোধী দলের তর্জা, ক্ষমতাসীন সরকারের সমালোচনা থাকলেও গ্রামে সেচ ব্যবস্থা শ্যালও তৈরির প্রসঙ্গ আছে। জমি অধিগ্রহনের ফলে ধ্বংস হতে চলেছে সবকিছু জমির সাথে কৃষকের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে উপন্যাসিক লিখছেন –

> "চল্লিশ বছর ধরে যে লাঙল ঠেলছে বীজ ছড়াচ্ছে সার দিচ্ছে, জমি মাতি-ফসল ছাড়া যে ভাবতেই শেখেনি... আপনি জানেন আমার বাবা তেমন সক্ষম নেই তবুও লাঠি ঠুকে ঠুকে মাঠে যায় ধানকে আদর করে বলে ভালবাসা না দিলে নাকি ফসলের অভিমান হয়।"[১২]

জমি অধিগ্রহণ এর জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ করলেও তুমুল ক্ষতি হয় ভূমিহীন ভাগচাষীদের, উপন্যাস প্রধান চরিত্র প্রভাস বর্তমানে কলকাতাবাসী হলেই যিনি রুদ্রপুরের মানুষ তার দিক থেকে গ্রাম জীবনে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারকে দেখালেন লেখিকা। প্রভাস এর কাকা স্বরুপ চক্রবর্তী তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও নিজেদের জমির ভাগচাষী

দুলালের জন্য রেকর্ড করে জাননি তাই এই আন্দোলনের প্রথম শহীদ হয় চিত্ত খয়রা, এই সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভুমিকা নেয় দুলাল।

বিপরীত দিকে ছবি হচ্ছে প্রজেক্ট এর সুত্রে সামান্য আয় করা গোপাল হয়েছে জমির দালাল ময়রা ধাকু ফরেন লিকারের দোকান করার কথা ভাবে, বিল্ডিং ম্যাট রিয়াল এর ব্যাবসায় ঢুকে গেছে, তারই সঙ্গে কালীতলার মেলায় চোখে পড়ে ঝকঝকে বোর্ড- এস.এম.ফিনান্সিয়ারাস। ভেতরটা দিব্যি দেখনদার। চকচকে কাউনটারে কম্পিউটার, ছোট ছোট রঙিন পুস্তিকা। গ্রাম্য মেলাতেও টাই – বাঁধা সেলস্ম্যান ।সঙ্গে সুবেশা তরুণী।[১৩]

ভোগ করার স্পৃহা গ্রাস করেছে গ্রামীণ সভ্যতা কে। প্রায় পঞ্চাশ–ষাট হাজার মানুষ এর পরিণতি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে, শ্যামলী দলুই এর মত সংগ্রামী মেয়েকে ধর্ষিত হতে হয়। পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে এই গ্রামীণ সংকটের আখ্যান লিখলেও লেখক যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেননি সমস্যার স্বরূপ সন্ধানে, তাই তীর্থঙ্কর এর জবানীতে লেখেন-

> ''আমাদের মত শহরে মানুষদের তো কোন কিছুর সঙ্গে তেমন ভয়ংকর যোগ নেই ...। ধরেই নিই, এনিথিং ক্যান বি রিপ্লেসড মানি, হয়ত তাই ওদের সমস্যাটা আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনা।[১৪]

সুচিত্রা ভট্টাচার্য এর শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস 'দমকা হাওয়া' বিষয় গ্রামজীবন ও গ্রামীণ রাজনিতি।সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্থার পদে নতুন ব্যাক্তির অধিষ্ঠান ঘতেছে। দুলালের মত মাঝি তাই বলে - আমাদের গরীব ঘরের ছেলেদের কি পতাকার রঙ দেখলে চলে? সরকারে যে আছে তার সঙ্গে থাকলে তাও দুটো চারটে পয়সা ঘরে আসে।[১৫]

এই কারনে অর্ঘ্য মনে হয়েছে গ্রামের মানুষজন আর মোটেই গল্পের বইয়ে পড়া সরল নেই। অজানা কাউকে আর বিশ্বাস করে না। আবার এদের চেতনায় তাকে হিংসাত্মক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে আনে, শ্রেণী সংগ্রাম নয় শ্রেণি সমন্বয় ধারনা তৈরি করে তার রক্তে। উপন্যাসের পট আলাইপুর-টিয়া ডাঙ্গা-ইস্বরপুরগ্রাম থেকে ক্রমশ মফঃস্বল হয়ে উথেছে। মেয়েরা গড়ে তুলেছে একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী। তারা আর নির্যাতন, অপমানের মধ্যে পড়ে থাকেনা শ্বশুরবাড়িতে উপার্জন করে বাঁচতে চায় নিজের শর্তে। এদেরই কেন্দ্রে আছে অহনার আশাবরি সমিতি। মাইক্রো ফিনান্স কম্পানির শোষণ চিত্র অর্ঘ্য এখানে দেখেনি। বরের চিট ফান্ড কারবার অসৎ জীবন থেকে সরে এসে অহনার এই নতুন সাধনা। এই ভাবেই স্বাধীনতা উত্তর গ্রামজীবন বহুবিধ রূপে কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে স্থান পেয়েছে তাঁদের উপন্যাস পরিসরে।

Reference :

১. বসু, বাণী, 'উত্তরসাধক', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২, প্রথম সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রন, পৃ. ৫২
২. তদেব, পৃ. ৭৫
৩. তদেব, প. ২০২-২০৩
৪. তদেব,পৃ. ২০৪
৫. বসু, বাণী, 'যে যেখানে যায়' আনন্দ, কোলকাতা, ২০০৮, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৭৮-৭৯
৬. তদেব, পৃ. ৯৩
৭. তদেব, পৃ. ১২৮
৮. বসু, বাণী, 'রাধানগর', আনন্দ, কল্কাতা, ২০০০, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ২৩
৯. তদেব, পৃ. ১২৮
১০. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'কাছের মানুষ', আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৮, প্রথমসংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, পৃ. ২৯৮
১১. তদেব, পৃ. ১৭২
১২. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'আঁধার বেলা' আনন্দ, কলকাতা, ২০১০, প্রথম সনস্করন, তৃতীয় মুদ্রন, পৃ. ৬৪

১৩. তদেব, পৃ. ১৬০

১৪. তদেব, পৃ. ১৭২

১৫. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'দমকা হাওয়া', আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রন, পৃ. ৭৭